প্রস্তুতকরণে: আশীষ আর্য

স্থানঃ দীনা নগর (জেলা গুরদাসপুর) পাঞ্জাব

দিনাঙ্কঃ ৬ এপ্রিল, সন ১৯৪৪ ইং

বিষয়ঃ কুরআন কি ইলহামী (ঈশ্বরীয়) পুস্তক?

আর্য সমাজের পক্ষ থেকে শাস্ত্রার্থকর্ত্তাঃ
শ্রী পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জী শাস্ত্রার্থ কেশরী

মুসলমানদের পক্ষ থেকে শাস্ত্রার্থকর্ত্তাঃ
মৌলবী শ্রী মুহম্মদ আলী সাহেব

উপস্থিতঃ (১) শ্রী লালা বক্ষীসরাম জী, (২) শ্রী লালা দেবস্ব জী বাজাজ, (৩) শ্রী লালা দেবরাজ জী, (৪) শ্রী সত্যপাল জী ভিক্ষ

• শাস্ত্রার্থের পূর্বে •

দীনা নগর জেলা গুরদাসপুরে এক মৌলবী মুহম্মদ আলীর একটি লেকচার হয় তার বিষয় এটা ঘোষণা করা হয়েছিল যে - "আমি হিন্দু ধর্ম কেন ছাড়লাম!" দীনা নগরে মুসলিমরা এই লেকচারের জন্য খুব বড়োসড়ো করে প্রচার করে। দীনা নগরে শ্রী লাল বক্ষীসরাম জী বড় স্বাধ্যায় শীল আর খুব বুদ্ধিমান আর্য সজ্জন ছিলেন, যিনি উর্দু আর ফারসিতে বিদ্বান ছিলেন তার সাথে সিদ্ধান্তেও মর্মজ্ঞ ছিলেন। তিনি সেই ঘোষণাটি শুনতে পান, তিনি জানতেন যে শ্রী পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জী আর্য পথিক এখন অমৃতসরে এসেছেন। তিনি ঘোষণা শোনা মাত্রই অমৃতসরে চলে যান আর শ্রী পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জীকে দীনা নগরে নিয়ে আসেন। শ্রী লালা জী মাননীয় শ্রী ঠাকুর জীকে খুবই সম্মান করতেন। রাতে মৌলবী মুহম্মদ আলী সাহেবের লেকচার হয়। যেখানে তিনি হিন্দুধর্মের ভর পেট নিন্দা করেন, আর্য সমাজের নামও নেন নি। আর্য সমাজী যুবকরা দল বেঁধে সেই লেকচারটি শুনতে যায়। রাত ১২ টায় লেকচার সমাপ্ত হয়। সেই সময়েই ঢোল নিয়ে আর্য সমাজী যুবকেরা খুব জোড়ে স্বয়ং ঘোষণা করে দেয় সারা নগরে। যুবকেরা বলছিল - "কাল প্রাতঃ কাল ৮টার সময় আর্য সমাজ মন্দিরে মৌলবী সাহেবের বিরোধের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে।" পরিণাম স্বরূপ সকাল হতেই আর্য সমাজের প্রাঙ্গণ শ্রোতাগণের প্রচণ্ড ভিড়ে ভরে যায়। শ্রী পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জী আর্য পথিকের ব্যাখ্যান হয়, সঙ্গে তিনি মৌলবী সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করেন যে আজই বিকেল ৪টা থাকে ৬টা পর্যন্ত শাস্ত্রার্থ করুক। তিনি যা ইচ্ছে তাই বিরোধ করুক আর আমাদের করা বিরোধের জবাব দিক। দিনে কয়েকবার ঘোষণা করে দেওয়া হয়। বিকেল ৪টা হওয়ার পূর্বে একটি বড় ময়দানে উভয় পক্ষের জন্য দুটি স্টেজ বানিয়ে দেওয়া হয়, অনেক বড় ভিড় হয়ে যায়, সারা ময়দানে সহস্র-সহস্র সংখ্যক স্ত্রী-পুরুষ আর বাচ্চাদের ভীড়ে ভরে গিয়েছিল। মৌলবী সাহেবকে আর্য সমাজের পক্ষ থেকে বলা হয় যে -- আপনার যা মনে আসবে তার বিরোধ করবেন, আর্য সমাজের পক্ষ থেকে শ্রী ঠাকুর অমর সিংহ জী শাস্ত্রার্থ কেশরী তার জবাব দেবেন। মৌলবী সাহেব স্পষ্ট বলে দেন যে তিনি বিরোধ করবেন না।

শ্রী ঠাকুর অমর সিংহ জী বললেন যে - ঠিক আছে, তাহলে এখন আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনি তার উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

শ্রী পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জী শাস্ত্রার্থ কেশরী -

মৌলবী সাহেব আর আমার মুসলমান ভাইরা ! আমরা আর আপনারা আগে একই বৈদিক ধর্মী পূর্বজদের সন্তান ছিলাম, ভাই-ভাই ছিলাম। আমাদের আলাদা-আলাদা কুরআন করে দিয়েছে, এইজন্য আমি কুরআনের উপরে কিছু প্রশ্ন করবো। আপনারা ধ্যানপূর্বক শুনুন আর মৌলবী সাহেব তার জবাব দিবেন। কুরআনের মধ্যে চারটি বস্তুকে হারাম বলা হয়েছে, অর্থাৎ সেটি খেতে নিষেধ করা হয়েছে। দেখুন -

"ইন্নম হর্রম অলয়কুমুল ম্যতত বদ্দম বল্হমল্ খিন্জীর
ব মা উহিল্লবিহি লিগ্যিরল্লাহি"
(কুরআন সূরত বকর ২ আয়ত ১৭৩ রূকুঅ২১ আয়ত ৬)

(ইন্নম) নিশ্চয় **(হর্রম)** হারাম করা **(অলয়কুম)** তোমার উপর ১ - **(ম্যতত)** মুরদারকে (মৃতকে), ২ - **(বদ্দম)** রক্তকে **(ব)** আর ৩ - **(লহমল্ খিন্জীর)** শূকরের মাংসকে ৪ - **(ব মা উহিল্লবিহি লিগ্যিরল্লাহি)** আর যার উপর আল্লাকে ছাড়া অন্য কারও নাম নেওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ - (১) রক্ত, (২) মুরদার (মৃত), (৩) শূকরের মাংস আর (৪) যার উপর আল্লার নাম নেওয়া হয়নি অর্থাৎ যে পশুটিকে কাটার সময় "বিস্মিল্লাহির্রহমানির্রহীম্" বলা হয়নি। আমার প্রশ্ন হল যে, রক্ত থেকে হয় মাংস, যেরকম আখের রস থেকে গুড় হয়। কোনো হাকিম স্বাস্থের জন্য লাভ ক্ষতি ভেবে কাউকে বলতে পারে যে - তুমি রস পান করবে না তাতে তোমার সর্দি হতে পারে, হ্যাঁ গুড় খেতে পারো। কাউকে বলতে পারে যে - তুমি গুড় খাবে না, তবে হ্যাঁ ! রস পান করা তোমার জন্য মুফীদ (ঠিক) হবে। ভাইগণ ! মজহবের মধ্যে "রসকে হারাম বলা আর গুড়কে খাওয়া ঠিক" বলার মধ্যে এমন কি বুদ্ধিমত্তা রয়েছে ? রক্ত থেকেই তো মাংস তৈরি হয়। রক্তকে হারাম - নিষেধ বলা আর মাংসকে ঠিক রাখা - খারিজ অজ অক্ল (বুদ্ধি বিরুদ্ধ), জবাব দিন মৌলবী সাহেব ! এরমধ্যে এমনকি বুদ্ধিমত্তা রয়েছে ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই হল যে - মৃতকে হারাম (নিষেধ) বলা হয়েছে, অথচ প্রত্যেক মাংসাহারী মুসলমান মৃতটাকেই খায়। জীবিতকে কেউই খায় না, জীবিতকে খায় বাঘ চিতা আর নেকড়ে। এমন কোনো মুসলমানকে দেখেছেন যে জীবিত পশুকে খাচ্ছে, আর তার খাওয়ার সঙ্গে - সঙ্গে ভেড়া

ভ্যাঁ-ভ্যাঁ আর ছাগল ম্যাঁ-ম্যাঁ করছে। অথবা কুকড়ূ-কূ করে মুরগা আর গুটরগু করে কবুতরকে কেউ খেয়ে থাকলে বলুন ? (শ্রোতাগণের মধ্যে হাততালির ধ্বনির সঙ্গে অট্টহাসি...) সবাই মৃতকেই খায় তাহলে মুর্দার (মৃত) হারাম কেন ? তৃতীয় প্রশ্ন এই হল যে - প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে " যার উপর আল্লার নাম নেওয়া হয়নি সেটা হারাম", এটা বলুন যে - যার উপর আল্লার নাম নেওয়া হয়নি সেটা নাপাক (অপবিত্র) হল কিভাবে ? আর যার উপর নাম নেওয়া হয়েছে সেটা পাক (পবিত্র) হল কিভাবে ? যদি আল্লার নাম নিলেই নাপাক (অপবিত্র) বস্তুও পাক (পবিত্র) হয়ে যায়, তাহলে অনেক নাপাক বস্তু বলা যেতে পারে, সেগুলোকে আল্লার নামে পাক (পবিত্র) করে কেন খান না ?

নোটঃ- শ্রী ঠাকুর সাহেবের যুক্তি আর জোরদার প্রশ্ন শুনে মৌলবী সাহেবের হুশ উড়ে যায়, ওনার উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল। অনেক কষ্টে দাঁড়ান তথা তারপর কিছু ভাবতে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ ভাবনা চিন্তা করার পরে বলেন -

মৌলবী শ্রী মুহম্মদ আলী সাহেব -

আরে! তুমি কি জানো ? আমাদের মুসলমানদের পশু জিবহ (কাটার) করার পদ্ধতি সারা বিশ্বের মধ্যে জনপ্রিয়। ইংরেজরা সবার থেকে বেশি বুদ্ধিমান, আর সবার থেকে বেশি জ্ঞান তাদের কাছে আছে, তারাও আমাদের জিবহ (কাটার) পদ্ধতি এত পছন্দ করে যে পশুদের মুসলমানদের হাত দিয়েই জিবহ করায় (হত্যা করায়)।

শ্রী পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জী শাস্ত্রার্থ কেশরী -

ইংরেজদের নিকট তাদের ঘরে হিন্দু তো চাকর হয় না, যদিও বা কেউ হয় তো সে ভঙ্গীই হয়, অন্যথা মুসলমানই তাদের কাছে চাকরি করে। তারাই ঘরে ঝাড়ু লাগায়। তাদের দিয়েই জুতার উপর পালিশ করায়, তাদের দিয়েই মূরগা কাটায়, এরমধ্যে আপনার জিবহ করার কি ঢঙের এমন বিশেষত্ব আছে ? (শ্রোতাদের মধ্যে প্রচণ্ড হাসি...) মৌলবী সাহেব আপনি কি বলবেন যে ইংরেজরা তো শূকরের গোশ্ত (মাংস) খায়, সেটাও কি আপনার হাত দিয়েই জিবহ করানো হয় ? (শ্রোতার মধ্যে জোরদার হাসি...) সজ্জনগণ ! আমার প্রশ্নের উত্তর মৌলবী সাহেব দিতে পাচ্ছেন না, আর না কখনও দিতে পারবেন। শুনেছি কাল রাতে মৌলবী সাহেব হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে বলাকালীন খুব নৃত্য করছিলেন। এখন সেই জোশ গেল কোথায় ? এখন হুশ কি হারিয়ে গেছে ? এখন রোগীর মতো কেন বলছেন ?

নোটঃ- শ্রী ঠাকুর সাহেবের কথাতে মুসলমানরাও নেচে উঠে, আর চতুর্দিকে বাহ্ বাহ্! করতে দেখা যায়। তখন ঠাকুর সাহেব বলেন - আমার মুসলমান ভাইগণ ! এবং অন্য উপস্থিত সজ্জনগণ ! এখন আপনারা সবাই আমার চতুর্থ প্রশ্ন শুনুন। গাভী, মেষ, ছাগ কেন হালাল (বৈধ) আর শূকর কেন হারাম (অবৈধ/নিষেধ)? শূকরের মধ্যে চর্বি সব পশুর থেকে বেশি থাকে, এমনকি তার মাথাটাও অলহদা (আলাদাভাবে) বিক্রি হয়ে থাকে, তার মাংসও অন্য পশুদের থেকে বেশি ভালো। বলুন সেটা হারাম কেন ?

মৌলবী শ্রী মুহম্মদ আলী সাহেব -

সে নোংরা খায়।

শ্রী পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জী শাস্ত্রার্থ কেশরী -

আর ভেড়া কি জিলাপী খায় ? (শ্রোতাদের মধ্যে হাসি...)

মৌলবী শ্রী মুহম্মদ আলী সাহেব -

শূকরের মাংস রোগ উৎপন্ন করে। যার ফলে কৌম দুর্বল হতে পারে, এইজন্য হারাম।

শ্রী পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জী শাস্ত্রার্থ কেশরী -

শুনুন সজ্জনগণ ! শুনুন ! শূকরের মাংস রোগ আর দুর্বলতা উৎপন্ন করে, এটা কিরকম হাস্যকর কথা হল। শূকরের মাংস রাজপুত লোকেরা খায়, গোর্খারা খায়।

নোটঃ- সেখানে অনেক শিখ শুনছিল, তাদের দিকে হাত করে বলেন "শিখরা খায়, মিলিটারি আর পুলিশ এদের দিয়েই ভরা। সবাই বীর আর বাহাদুর, বলবান আর সুস্থ্য। একবার এই সামনের বীর শিখদের চেহারাগুলো দেখুন বাঘের মতো দেখতে আর এই মৌলবী সাহেবের চেহারাটা দেখুন ! (শ্রোতাদের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে অট্টহাসি...)।

মৌলবী শ্রী মুহম্মদ আলী সাহেব -

শূকরের মাংস বেহয়াই (নির্লজ্জতা) উৎপন্ন করে, এরজন্য সেটা হারাম।

শ্রী পণ্ডিত ঠাকুর অমর সিংহ জী শাস্ত্রার্থ কেশরী -

নির্লজ্জতা কেন উৎপন্ন করবে ? এইজন্য কি যে তারা উলঙ্গো থাকে, যদি বলেন হ্যাঁ ! তাহলে আমি জিজ্ঞেস করছি - ভেড়া কি বুর্খা পড়ে ? (জনতার মধ্যে হাসি...)

এইভাবে চতুর্দিক থেকে কর্তাল ধ্বনির সঙ্গে এই শাস্ত্রার্থ সমাপ্ত হয়। বৈদিক ধর্মের---জয়, মহর্ষি দয়ানন্দের---জয়, আর্য সমাজ---অমর থাকুক, বেদের জ্যোতি---জ্বলতে থাকুক স্লোগানের সঙ্গে আকাশ গর্জে ওঠে।

নোটঃ- মুসলিমরা মুবাহিসা (শাস্ত্রার্থ) বন্ধ করে উঠে চলে যায় আর নিজেদের মৌলবীকে সেখান থেকেই ধমক-তিরস্কার আর অপমানিত করতে-করতে নিয়ে যায়, প্রত্যেক মুসলিম এটাই চেঁচিয়ে বলছিল যে যখন আপনার মধ্যে শাস্ত্রার্থ করার যোগ্যতা আর শক্তিই ছিল না তো আপনি মুবাহিসা করতে রাজি কেন হলেন ?

মৌলবী শ্রী মুহম্মদ আলী সাহেব -

ওই প্রশ্নগুলোর জবাবই নেই। যদি এর জবাব তোমার কাছে থাকে তাহলে তুমি কেন দাও নিই ? যাও এখন অন্য কোনো মৌলবীকে ধরে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর তুমিই দিয়ে দাও।

নোটঃ- মুসলিমরা মৌলবীকে সেই রাতেই বিদায় করে দেয় আর সর্বদার জন্য ওনার দীনা নগরে আসা বন্ধ করে দেয়। শ্রী লালা বক্ষীসরাম জী বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি শ্রী ঠাকুর সাহেবকে বুকে জড়িয়ে ধরেন আর উপরে উঠিয়ে আলিঙ্গন করে নেন, অনেক সম্মান করেন, সারা নগরের হিন্দুদেরাও উৎসাহিত হয়ে ওঠে, ঠাকুর সাহেবকে দর্শনের জন্য সারা নগর চলে আসে, তথা দ্বিতীয় দিনেও ভীর আসতে থাকে এবং ভেট চলতে থাকে। দীনা নগরের শ্রী লালা বক্ষীসরাম জী, শ্রী লালা দেবস্ব জী বাজাজ আর লালা দেবরাজ জী আদি ঠাকুর সাহেবের বড় প্রশংসক ছিলেন। আমি তো ওনাকে নিজের পূজ্য গুরু মনে করি। আর ওনার চরণ সেবক হয়ে থাকি। আর সর্বদাই "শ্রী ঠাকুর অমর সিংহ জীর জয়" বলি।

নিবেদক

সত্যপাল ভিক্ষু

(১৯৪৪)